Philosophy And Music For Mental Development

Edited by
Dr. Subhas Chandra
Dr. Sutapa Saha

Philosophy And Music For Mental Development

Edited By

Dr. Subhas Chandra

Associate Professor, Head, Department of Philosophy, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Purba Medinipur, (W.B)

Dr. Sutapa Saha

Assistant Professor, Head, Department of Music, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Purba Medinipur, (W.B)

MANAV PRAKASHAN
KOLKATA

ISBN- 978-93-80332-99-4
First Edition : 2017
© Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

Price : 300/-

Publisher
Manav Prakashan
131Chittaranjan Avenue,
Kolkata -700 073
e-mail : manavprakashan5@gmail.com
(M) 9831541879

Printer :
Manav Studio
Kolkata-700 073

9. Impact of Music in war — 64
Dr. Prasenjit Ghosh

10. সংগীতের পাঠক্রম: উচ্চতর পর্যায় — 69
ডঃ সুপতা সাহা

11. Music for Cognitive and Mental Development — 74
Siddhartha Chatterjee

12. দর্শন ও সংগীত জীবনের প্রাণ ভোমরা — 79
সন্ধ্যা নন্দী

13. মানুষ: দর্শন ও সঙ্গীত — 84
মমতা জানা রহমান

14. মনীষী তথা দার্শনিক ভাবনায় আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানীয় প্রসারে সংগীতের প্রভাব — 90
উৎপল কান্তি মুখার্জী

15. লোকসংগীতে বাউল- একটি দার্শনিক অনুসন্ধান — 98
তানিয়া ভট্টাচার্য্য

16. 'নাদ' একটি সঙ্গীতের দর্শন — 105
অমৃত দাশ

17. Indian Music: The Way of Self Development — 109
Soumen Mukherjee

18. বৈদিক দৃষ্টিতে সঙ্গীত — 114
সুপতা গিরি

List of Contributors — *118*

'নাদ' একটি সঙ্গীতের দর্শন

শ্রী অমৃত দাশ

নাদ, ধ্বনি এবং শব্দ এই তিনটি শব্দ আমরা সকলেই শুনেছি কিংবা শুনে থাকি। কিন্তু এদের স্বরূপ বা প্রভেদ জ্ঞান খুব কম মানুষের আছে। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থে এর অল্প বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'নাদ' শব্দের অর্থ ধ্বনি। কারণ 'নদ' ধাতুর অর্থ শব্দ করা। 'নদ্' ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে 'নাদ' শব্দ হয়েছে। দেহ অভ্যন্তরস্থ প্রাণ বায়ু যখন ক্রমশ উপরের দিকে উঠে ব্রহ্মরন্ধ্রে শেষ সীমায় পৌঁছায় তখন একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করতে থাকে তখন এরূপ শব্দকে নাদ্ বলা হয়। সঙ্গীত দামোদরে বলা হয়েছে—

"নাভেরুর্দ্ধং হৃদিস্থানান্মরুতঃ প্রাণ সংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

অর্থাৎ—'নাভেঃ' - নাভি থেকে, 'উর্দ্ধং - উপরের দিকে উঠে, 'প্রাণসংজ্ঞকঃ বায়ু'- প্রাণ নামক বায়ু, 'হৃদিস্থানাৎ'- হৃদয় স্থান লাভের পর, 'ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে' - ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমা, 'নদতি'-শব্দ করতে থাকে, 'তেন'-এই কারণে, 'নাদপ্রকীর্ত্তিত'—ঐ শব্দ নাদ নামে কীর্ত্তিত হয়।

জীবদেহে বায়ুর দুই প্রকার গতি আছে। নাভি থেকে যে বায়ু উপরের দিকে উঠে তার নাম প্রাণ এবং নাভি থেকে যা নীচের দিকে প্রভাবিত হয় তার নাম অপান। প্রাণ ও অপান বায়ুর পার্থক্য সবাই জানে না, সুতরাং নাভি থেকে যে প্রাণ বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে তা নিরর্থক হয় না। তাই বলা হয়েছে 'নাভেরুদ্ধম্'। নাদের প্রথম অতি সূক্ষ্ম অবস্থাটি নাভিতেই উপলব্ধি হয়। উচ্চারণের ইচ্ছা না থাকলেও দেহ মধ্যস্থ বায়ুর চাপে একপ্রকার সূক্ষ্ম নাদের সৃষ্টি হয়। এই নাদ নাভি থেকেই উৎপন্ন হয়। এই নাদ নাভি থেকে উৎপন্ন হয়ে সহস্রার চক্রে প্রবেশ করে এবং পুনরায় নাভির দিকেই ধাবিত হয়। এই নাদ সম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে শাস্ত্রানুযায়ী সাধনা আবশ্যক। বস্তুতঃ নাদ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বেদে বলা হয়েছে নাদ হল ব্রহ্মের অসংখ্য রূপের মধ্যে একটি।

"স্বয়ং যোগ রাজতে নাদঃ স স্বর পরিকীর্ত্তিতঃ"— সঙ্গীত দর্পণ।

উপনিষদে নাদ ঃ

উপনিষদ ও আরণ্যক এবং বিভিন্ন পুরাণে প্রাণীর দেহের মধ্যস্থিত অস্ফুট সূক্ষ্ম শব্দ ও মহাকাশে নিয়ত সঞ্চরণশীল স্পন্দনাত্মক সূক্ষ্ম শব্দ উভয়কেই নাদ বলে। অর্থাৎ উপনিষদ মতে সূক্ষ্ম বা অতিসূক্ষ্ম নাদই প্রণব (ওঁকার) পদবাচ্য। একে উদ্গীথ এবং ওঁকার নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্যোদয় না হলে যেমন মানব সমাজের কর্মশক্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় না তেমনি নাদাত্মক প্রাণ ছাড়া জীবদেহে বা ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কর্মশক্তির প্রাবল্য দেখা যায় না। এই কারণে উপনিষদে নাদকে আদিত্য রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে যে উদ্গীথ বা প্রাণের উল্লেখ আছে তা হল—

"আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি"

বস্তুত নাদ উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল। উপনিষদে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে উদ্গীথ প্রণব বা নাদকেই ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করেছেন। প্রণব কথার অর্থ হল ওঁকার বা আদিধ্বনি বা ব্রহ্মের শব্দ প্রতীক। উদ্গীথ, প্রাণ বা প্রণবকে কোন কোন আচার্য নাদ ব্রহ্ম নামে উল্লেখ করেছেন। উপনিষদে আরও বলা হয়েছে শব্দ ব্রহ্ম বা অক্ষর ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সবকিছুই ব্রহ্ম তাই বেদে বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

নাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

সংগীত উপযোগী মধুর স্বর বা স্থির এবং নিয়মিত আন্দোলনে উৎপন্ন ধ্বনি হল নাদ। 'ন' থেকে নকার এবং 'দ' থেকে দকার বোঝায়। 'ন'কার-এর অর্থ হল-প্রাণ অথবা বায়ু এবং 'দ'কারের অর্থ হল-অগ্নি, উষ্ণতা বা শক্তি। এই দুই এর সংযোগে নাদ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয়। 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থকার 'লোচন' বলেছেন— 'নাদ' ছাড়া স্বরের উৎপত্তি হতে পারে না, নাদ ছাড়া সংগীতের আবির্ভাব সম্ভব নয়। নাদ ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং সংগীতে নাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। নাদ দুই প্রকার ১) আহত নাদ ২) অনাহত নাদ।

১) আহত নাদ ঃ দুটি বস্তুর সংঘাত বা সংঘর্ষে উৎপন্ন ধ্বনিকে আহত নাদ বলা হয়।

২) অনাহত নাদ ঃ কোন বস্তুর সংঘাত ছাড়া উৎপন্ন ধ্বনিকে অনাহত নাদ বলে। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই অনাহত নাদ বিদ্যমান। তাই সংগীতের সঙ্গে অনাহত নাদের কোন সম্পর্ক নেই। একমাত্র আহত নাদই সংগীতোপযোগী।

নাদের ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য আছে।

১) নাদের ছোট বড় ভেদ।

২) নাদের গুণ অথবা জাতিভেদ

৩) নাদের উচ্চতা ও নিম্নতাভেদ।

১) নাদের ছোট বড় ভেদ ঃ — মৃদু স্বর অর্থাৎ যে শব্দ খুব নিকট থেকে শ্রুতিগোচর হয় তাকে ছোট নাদ এবং উচ্চস্বর বা বহুদূর থেকে শোনা যায় তাকে বড় নাদ বলে।

২) নাদের গুণ বা জাতিভেদ ঃ — নাদ শুনলেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে সেটি বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্র বা মনুষ্যকণ্ঠ নিঃসৃত, একেই বলা হয় নাদের গুণ বা জাতিভেদ।

৩) নাদের উচ্চতা ও নিম্নতা : — স্বর আরোহণমুখী হলে উঁচু হয় এবং অবরোহণমুখী হলে নীচু হয়। একটি স্বর থেকে অপরটি যখন উঁচু হয় তখন তাকে বলা হয় উচ্চনাদ এবং নীচু হলে নিম্ননাদ। নাদের উঁচু ও নীচু নির্ভর করে কম্পন বা আন্দোলনের সংখ্যার উপর কম্পন বা আন্দোলনের সংখ্যা যত বেশি হবে নাদের উচ্চতাও বেশি হবে। আন্দোলনের সংখ্যা যত কম হবে সেই পরিমাণ নীচু হবে।

বাদ্যে নাদের স্থান—

"গীত বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে" বাদ্য গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই বলা হয় গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিকে সঙ্গীত বলে। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর সবদেশেই বাদ্যের প্রচলন দেখা যায়। আধুনিক এবং আদিম মানব সমাজে বাদ্যের ব্যবহার ছিল। ধর্মীয় সামাজিক ও পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে যেমন কণ্ঠ সঙ্গীত তেমনই বাদ্যের প্রয়োজন হয়। পূজা অর্চনা আনন্দোৎসবে ঢাক, ঢোল, ঘন্টা, বাঁশী, খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের কোন না কোনটির ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই হয়। বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে শ্রুতি সুন্দর আসর পরিচালনা করা যায়। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে কণ্ঠ সংগীতের সঙ্গে বাদ্য বা যন্ত্র সঙ্গীত ব্যবহার দেখা যায়। যেমন শিবের ডমরু, নারদের বীনা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী। বর্তমানকালেও এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তৎসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। কণ্ঠ সঙ্গীত ছাড়া কণ্ঠ সঙ্গীতের ন্যায় বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা রাগাশ্রয়ী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক রকম সুর। লৌকিক বা আধুনিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আর একরকম সুর দেখা যায়। বর্তমান আমরা যেসব বাদ্য যন্ত্র পাই প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাদ সৃষ্টি হয়।

তারে আঘাত করে যে সকল যন্ত্রে নাদ সৃষ্টি হয় সেগুলি হল—বীনা, তানপুরা, সেতার, সারেঙ্গী, এসরাজ, সরোদ, বেহালা, একতারা, দোতারা ইত্যাদি। আবার বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে যে সকল যন্ত্রে নাদ সৃষ্টি হয় সেগুলি হল বাঁশী, সানাই, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। কাঠ, ধাতু বা মাটির দ্বারা নির্মিত কোন আধারে চামড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়। সেগুলি হল-মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, তবলা, খোল ইত্যাদি। ঐ চামড়ায় আঘাত করে নাদ সৃষ্টি করা হয়। সঙ্গীতের তাল রক্ষা করবার জন্য সাধারণত এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রে আলাদা আলাদা নাদ সৃষ্টি হয় এবং এই নাদগুলি কণ্ঠ সঙ্গীতের তাল লয় রক্ষা করে।

যেমন তানপুরার উৎপন্ন নাদ। তানপুরার চারটি তার থাকে। প্রথম তারটি মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম সুর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার দুটি মধ্য সপ্তকের ষড়জে এবং চতুর্থ তারটি মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ সুরে বাঁধা হয়। যখন তানপুরার এই তারগুলিতে আঘাত করা হয় তখন প্রত্যেকটি তার থেকে ভিন্ন ভিন্ন নাদ সৃষ্টি হয়। আবার কাঠ, ধাতু বা মাটির দ্বারা তৈরি আধারের উপর চামড়া লাগিয়ে তবলা, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খোল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই চামড়ার উপর হাত বা কাঠির দ্বারা আঘাত করলে যে কম্পন বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাহলো যন্ত্র থেকে উৎপন্ন নাদ, যা সঙ্গীতের তাল রক্ষার প্রধান সহায়ক।

সংগীতে ব্যবহৃত কণ্ঠ, বাদ্যযন্ত্রসমূহ এই নাদের উপর নির্ভরশীল। গায়কের অন্তরে

আন্দোলিত নাদকণ্ঠের মাধ্যমে এবং সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের আঘাতের ফলে উৎপন্ন ধ্বনি নাদ। এর মাধ্যমে শ্রুতিগোচর পদসমূহ মুখরিত হয়। বৈদিক ঋষিরা যখন মন্ত্রোচ্চারণ করতেন তখন নাদের উচ্চ নিম্ন স্বরে করতেন, যা থেকে পরবর্তীকালে ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। ধরা যাক, বালিকাটি সুন্দর গান করছেন তখন আমরা বলি এটি ঈশ্বরের দান, কথাটি যুক্তিযুক্ত কারণ প্রত্যহ সকালে প্রাতঃভ্রমণ, যোগাসন ও প্রাণায়াম করলে যেমন শরীর ও মন সুস্থ থাকে এবং রোগ নিরসন হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায় তেমনি প্রত্যহ প্রাতেঃ কম্পন বা আন্দোলিত ধ্বনি অভ্যাস করলে শরীর সুস্থ থাকে।

বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহারে উৎপন্ন নাদ এবং কণ্ঠশিল্পীর অন্তর থেকে উৎপন্ন নাদের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় এক সুন্দর সুরমুর্চ্ছনা যা শ্রোতৃমন্ডলীকে আনন্দ দান করে। গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটিকে একত্রে সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হয়। এই তিনটির মধ্যে গীতকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয় তাই এর নাম সংগীত। গীতের অধীন বাদ্য এবং বাদ্যের অধীন নৃত্য তাই এদের মধ্যে গীতই শ্রেষ্ঠ। 'সম্' এর অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং গীত এর অর্থ গান অর্থাৎ উত্তমরূপে গান করাকেই সঙ্গীত বলে। সঙ্গীত সৃষ্টিতে 'নাদ' এর ভূমিকার অপরিহার্যতা স্বীকার করেই বলা যেতে পারে 'নাদ' একটি সঙ্গীতের দর্শন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। শব্দতত্ত্ব — করুণাসিন্ধু দাস — সদেশ।
২। রবীন্দ্র সংগীত - শম্ভুনাথ ঘোষ।
৩। বৈদিক সাহিত্য - গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় - বিশ্ব জ্যোতির্বিদ সঙ্ঘ।